গবেষণা সিরিজ-২৪

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা



প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির'

প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা



প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (২, বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার সময় সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের সা. মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে সা. বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না।

তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ্ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ২২.০৫.২০০৭ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল আ. বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ সা. এর পর আর কোন নবী-রাসূল আ. দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের সা. মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা

করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।
আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল সা. এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল সা. কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল সা. আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এ

পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা ৯১, আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.

অর্থঃ শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল সা. এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِـوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল সা. ওয়াবেছা রা. কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর

বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল সা. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে-

১. সূরা ৮, আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ১০, ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অকল্যাণ চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

৩. সূরা ৬৭, মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করলে তারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত এবং সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ্ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল সা. তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা রা. বলেন, নবী করিম সা. ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে

আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম) হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে-

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ

করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি।

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের সা. মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল সা. কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal) এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়ে তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল সা. ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল।

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

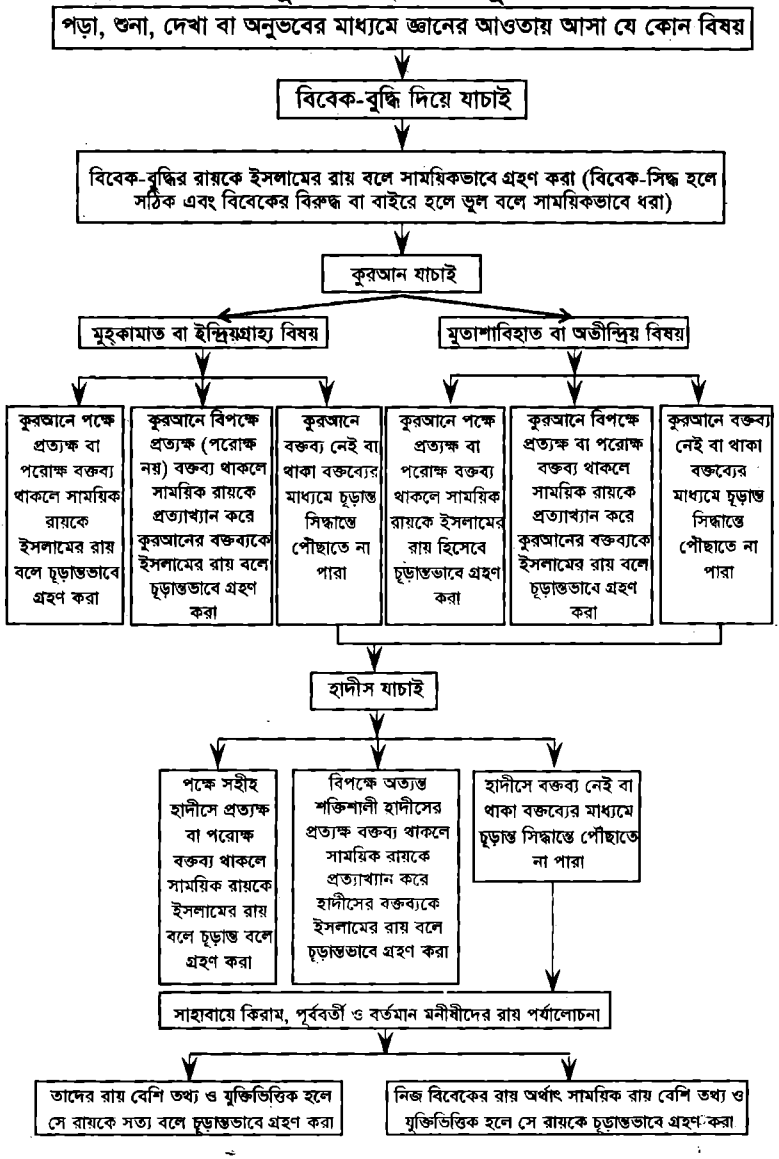

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। এ কথা বা এ ধরনের কথা শোনেন নাই এমন মুসলিম পৃথিবীতে আছে বলে আমার মনে হয় না। অর্থাৎ মুসলিম সমাজে বহুল প্রচারিত একটি বিশ্বাস হল, মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনসহ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটে তার সবকিছু আল্লাহর সরাসরি বা তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটে। মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছার বা কর্মপ্রচেষ্টার সেখানে কোন মূল্য নেই। আর এ ধারণা বিশ্বাসের কারণেই আমাদের এ অঞ্চলে যে গান জনপ্রিয় হয়েছে তার একটি কলি হল-'যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ'।

প্রচলিত এ ধারণা বিশ্বাসের যে কুফল সমাজে পরিলক্ষিত হয় তা হল-

১. দুষ্ট লোকেরা অন্যায় বা নিষিদ্ধ কাজ করার যুক্তি খুঁজে পায়,

২. সাধারণ মুসলিমরা কষ্টসাধ্য ভাল কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

এ ধরনের ধারণা বিশ্বাস মানব সমাজে নতুন চালু হয়েছে তা নয়। আজ থেকে কম পক্ষে ১৫০০ (পনের শত) বছর আগেও যে তা মানব সমাজে চালু ছিল তার প্রমাণ হল–

তথ্য-১

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ.

অর্থঃ মুশরিক লোকেরা বলে আল্লাহ না চাইলে (আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত) আমরা বা আমাদের বাপ-দাদারা অন্যকারো ইবাদাত করতে পারতাম না এবং তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন জিনিস আমরা হারামও (নিষিদ্ধ) করে নিতে পারতাম না।

(নাহল : ৩৫)

এখান থেকে সহজেই বোঝা যায় রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) আসার আগেও এ ধারণা-বিশ্বাস মানব সমাজে চালু ছিল।

তথ্য-২

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط

অর্থঃ এখন মুশরিকরা অবশ্যই বলবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকত তবে আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করতে পারত না। আর আমরা কোন জিনিস হারাম করে নিতেও পারতাম না। (আন আম : ১৪৮)

❑❑ বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' বহুল প্রচারিত এ কথাটির সঠিকত্ব কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে যাচাই করা। আর সঠিক না হলে এ বিষয়ে সঠিক তথ্যটি কী তা উপস্থাপন করার মাধ্যমে মানব সভ্যতা, বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে এর চরম অকল্যাণ থেকে উদ্ধার করা।

আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়-এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য

প্রথমে চলুন কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ থাকা এ ধরনের কিছু তথ্য এবং তার সরল অর্থটি জেনে নেয়া যাক-

তথ্য - ১

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ.

সরল অর্থ: আমি যদি তাদের নিকট কিছু ফেরেশতাও নাজিল করতাম, মৃত লোকেরাও যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং প্রত্যেক জিনিসকে তাদের সামনে মুখোমুখি হাজির করতাম, তবুও তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনতো না। (আনআম : ১১১)

তথ্য - ২

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤمِنَ إِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ.

সরল অর্থ: এবং আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।

(ইউনুস : ১০০)

তথ্য - ৩

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ.

সরল অর্থ: তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন তবে পৃথিবীতে সকল মানুষ ঈমান আনতো। তাহলে তুমি কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে চাও? আসলে তো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। (ইউনুস:৯৯)

তথ্য - ৪

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ.

সরল অর্থ: কখনো কোন ব্যাপারে এ কথা বল না যে, আমি কাল এটা করবোই। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমার এ কথা কার্যকর হতে পারে না। (কাহাফ:২৩)

তথ্য - ৫

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

সরল অর্থ: তোমার হাতে কোনই ক্ষমতা নেই (সবই আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়)। (আল-ইমরান : ১২৮)

তথ্য - ৬

وَمَنْ يُرِدْ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ.

সরল অর্থ: আল্লাহ যাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে ইচ্ছা করেন, তাকে তুমি আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পার না। এরাই সেই লোক যাদের মনকে আল্লাহ পবিত্র করতে ইচ্ছা করেননি। (মায়েদা : ৪১)

তথ্য -৭

مَنْ يَشَاءِ اللهُ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

সরল অর্থ: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন, যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালিত করেন। (আনআম : ৩৯)

তথ্য - ৮

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ط يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ.

সরল অর্থ: আকাশ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা ব্যাপকভাবে জীবিকা দেন আর যাকে ইচ্ছা মাপাজোপা দেন। (শুরা : ১২)

তথ্য - ৯

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ.

সরল অর্থ: তারা তাদের যাদু দ্বারা কারোর ক্ষতি করতে সক্ষম ছিল না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা। (বাকারা:১১৩)

তথ্য - ১০

وَمَا تَشَاءُونَ اِلاَّ أَنْ يَشَاءَاللهُ رَبُّ الْعالَمِيْنَ .

সরল অর্থ: আর তোমাদের ইচ্ছায় কিছুই হয় না যতক্ষণ না রব্বুল-আলামীন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (তাকবীর : ২৯)

তথ্য - ১১

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ.

সরল অর্থ: (হে নবী!) বলুন, রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব (শাসন ক্ষমতা) দান কর, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। সকল প্রকার কল্যাণ তোমার ইখতিয়ারে রয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান। (আলে-ইমরান:২৬)

তথ্য-১২

وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِه اِلاَّ بِمَا شَاءَ ج

সরল অর্থ: তাঁর জ্ঞাত বিষয় থেকে কোন বিষয়ই তারা জানতে পারে না যদি তিনি ইচ্ছা না করেন। (বাকারা : ২৫৫)

তথ্য-১৩

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.

সরল অর্থ: আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে সঠিক পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব তুমি নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (আন-আম : ৩৫)

তথ্য-১৪

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنْ الْاِنسِ ج وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْاِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ط الَّذِيْ أَجَّلْتَ لَنَا ط قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيْمٌ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

সরল অর্থ: যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ এইসব লোককে একত্রিত করবেন সেদিন তিনি (শয়তান) জিনদের বলবেন, হে জিন সমাজ, তোমরা তো মানুষের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছিলে। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে, হে আল্লাহ, আমরা পরস্পরের দ্বারা ফায়দা লুটেছি এবং এখন আমরা সে সময়ে পৌঁছে গেছি যা আপনি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। আল্লাহ বলবেন, এখন তোমাদের পরিণাম জাহান্নাম। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর (কারো ব্যাপারে) অন্য রকম ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমাদের রব সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ। এমনিভাবে আমি (পরকালে) যালিমদের বিভিন্ন দলকে (Division) পরস্পরের সঙ্গী বানিয়ে দিব, তাদের কৃতকর্মের কারণে।

(আন-আম : ১২৮, ১২৯)

তথ্য-১৫

يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ج فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ. خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ. وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ.

সরল অর্থ: সে দিন যখন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক হবে সৌভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য হবে তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে অবস্থান করবে যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। অবশ্য তোমার রবের (কারো ব্যাপারে) অন্যরকম ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমার রব যা ইচ্ছা তা করবার অধিকার রাখেন।

আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতে যাবে এবং সেখানেই তারা অবস্থান করবে, যতদিন পর্যন্ত আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার রব (কারো ব্যাপারে) অন্যরকম ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে, যার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হবে না। (হুদ : ১০৫-১০৮)

তথ্য-১৬

وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ.

সরল অর্থ: আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ (ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ) করতে পারত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক।

(আন'আম : ১৩৭)

তথ্য-১৭

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ ط لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ.

সরল অর্থ: বল উপকার ও ক্ষতি কিছুই আমার (রাসূল সা. এর) এখতিয়ারভুক্ত নয়; সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীর। (ইউনুস : ৪৯)

তথ্য-১৮

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

সরল অর্থ: (নুহ) উত্তর দিল 'তাতো (সেই বিপদ) আল্লাহই আনবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন। (আর আল্লাহ চাইলে) তোমাদের তা প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা নেই। (হুদ : ৩৩)

তথ্য-১৯

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ.

সরল অর্থ: আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চতর মর্যাদা দেই। তোমার রব অতীব জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। (আন' আম: ৮৩)

তথ্য-২০

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط

সরল অর্থ: (হে নবী,) বলে দাও সম্মান, মর্যাদা, সন্তানসন্ততি ইত্যাদি আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। (আলে-ইমরান : ৭৩)

তথ্য-২১

وَلِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

সরল অর্থ: আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।

তথ্য-২২

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ج

সরল অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। এটা ব্যতীত সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। (নিসা : ৪৮, ১১৬)

তথ্য-২৩

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ.

সরল অর্থ: তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে দিবেন এবং পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। যেমন তোমাদের অন্য এক সম্প্রদায়ের থেকে সৃষ্টি করেছেন। (আন'আম: ১৩৩)

তথ্য-২৪

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ج

অর্থ: তোমার আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক্ প্রশস্ত করে দেন আর যাকে ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। (বনী-ইসরাইল : ২৪)

তথ্য-২৫

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ط

সরল অর্থ: তিনি যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয় ধরনের সন্তান দেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। (শুরা : ৫০)

আল-হাদীস

তথ্য-১

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ: يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ، فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللهِ! آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ نَعَمْ، اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. رواه الترمذى و ابن ماجة.

সরল অর্থ: হজরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দোয়া করতেনঃ হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ, আমার অন্তরকে (আমার উম্মতের অন্তরকে) তোমার দীনের উপর মজবুত রাখ। একবার আমি বললামঃ হে আল্লাহর নবী, আমরা আপনাতে এবং আপনি যে দীন নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? উত্তরে হুজুর বললেনঃ হ্যাঁ, কেননা, সমস্ত অন্তরই আল্লাহ্ তা'আলার অংগুলিসমূহের দুইটি অংগুলির মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ তাঁর অধিকারে রয়েছে), তিনি নিজ ইচ্ছা মত তা ঘুরিয়ে (পরিবর্তন করে) থাকেন। (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ্)

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যা

উল্লিখিত তথ্যের ন্যায় কুরআন ও হাদীসে আরো তথ্য রয়েছে। এ ধরনের তথ্যের ব্যাখ্যা থেকে যে কথা মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে এবং অধিকাংশ মুসলমান বিশ্বাসও করেন তা হচ্ছে– মানুষের ঈমান আনা না আনা, যে কোন কাজ করার ইচ্ছা করা না করা, যে কোন কাজে সফল হওয়া না হওয়া, রাজত্ব (শাসন ক্ষমতা), সম্মান, রিজিক পাওয়া না পাওয়া, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়সহ মহাবিশ্বে সংঘটিত হওয়া অন্য সকল ঘটনা দুর্ঘটনা, মহান আল্লাহর তাৎক্ষণিক (Instantaneous) ইচ্ছা অনুযায়ী হয় এবং আল্লাহর ঐ ইচ্ছা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

তথ্যসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

কুরআন ও হাদীসের কোন তথ্যের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে হলে তাকে নিম্নের কয়টি শর্ত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে-

ক. কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী হতে পারবে না। কারণ মহান আল্লাহ সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন আয়াত বা বক্তব্য নেই।

খ. কুরআনের কোন আয়াতের বক্তব্যের এমন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না যা দ্বারা আল্লাহর মহাবিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ন্যায় বিচারের পরিপন্থি হয়ে যায়। সূরা মূলকের ২ নং ও অন্য সূরার আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায় মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য হল 'মানুষকে কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে ন্যায় বিচার সহকারে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া'।

গ. কুরআনের কোন আয়াতের এমন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না যা আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'।

ঘ. কোন হাদীসের এমন বক্তব্য বা ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না যা–

- ❑ কুরআনের কোন বক্তব্যের পরিপন্থি ,
- ❑ অন্যকোন শক্তিশালী সহীহ হাদীসের বক্তব্যের পরিপন্থি,
- ❑ উপরের খ ও গ নং তথ্যের বক্তব্যও হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে।

এ তথ্যগুলো সামনে রাখলে সহজেই বলা যায় তথ্যসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ–

১. ব্যাখ্যাটি বলছে মহাবিশ্বের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। অর্থাৎ কার্যসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোন মূল্য নেই। কিন্তু সূরা কাহাফের ২৯, ইউনুসের ৯৯, দাহারের ৩ ও ২৯, মুজাম্মেলের ১৯, আন'আমের ১০০, রাদের ২৭ নং সহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানা যায় কার্যসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার ভুমিকা বা গুরুত্ব আছে।

২. ব্যাখ্যাটি থেকে বোঝা যায় অন্যায় কাজও মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় (নায়ুজু বিল্লাহ)। কিন্তু সূরা আরাফের ২৮, বাইয়্যেনার ৫ নং ও আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায় অন্যায় বা অশ্লীল কাজ আল্লাহর ইচ্ছা বা নির্দেশে হয় না।

৩. ব্যাখ্যাটি অনুযায়ী কাজের ফলাফলের জন্যে মানুষকে দায়ী করা যায় না। কারণ সকল কাজই আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় হয় এবং মানুষের চেষ্টা সে ফলাফলকে পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু সূরা শুরার ৩০, রুমের ৪১, নিসার ৭৯, ইউনুসের ৪৪, রাদের ১১ নং এবং আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার জানা যায় যে কর্মের ফলাফলের জন্যে মানুষ দায়ী।

৪. ব্যাখ্যাটি অনুযায়ী আল্লাহ ন্যায় বিচারক নন (নায়জুবিল্লাহ) কারণ ব্যাখ্যাটি অনুযায়ী সকল কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় এবং কাজের ফলাফল পরিবর্তনের ক্ষমতা মানুষের নেই, যে কাজের ফলাফলের ব্যাপারে মানুষের কোন ভূমিকা নেই সে কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া অবশ্যই ন্যায় বিচার নয়। কিন্তু কুরআনের অসংখ্য আয়াত বিশেষকরে সূরা আন'আমের ১৬৫ নং আয়াতের মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায় মহান আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক।

৫. মানুষ যখন জানবে যে তাদের ইচ্ছা বা কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা কোন কাজের আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ করে রাখা ফলাফল পরিবর্তন করা যায় না তখন মানুষ যে কাজ অনেক কষ্টসাধ্য বা যে কাজ করতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করা লাগে সে কাজ করা ছেড়ে দিবে। এর ফলস্বরূপ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একমাত্র উপায়টি সাধন করা তথা ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব হবে না। কারণ ঐ কাজ করা অনেক কষ্টসাধ্য এবং তা করতে প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করা লাগে। এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে–'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তাকদীর পূর্বনিধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বইটিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা

কোন কাজ সম্পাদনের সাথে সম্পৃক্ত থাকা 'ইচ্ছা' দু'ধরনের হয়, যথা-

ক. তাৎক্ষণিক (Instantaneous) 'ইচ্ছা'। এ ধরনের 'ইচ্ছা' করা হয় কাজ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্তে এবং

খ. অতাৎক্ষণিক (Non-inistantaneous) 'ইচ্ছা'। এ ধরনের 'ইচ্ছা' করা হয় কাজ আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে এবং এটি প্রয়োগ করা হয় পরিচালনা পদ্ধতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদির মাধ্যমে।

উদাহরণ

ধরুন একটি রেডিও। রেডিওর আছে একটি খোলা ও একটি বন্ধ করা বোতাম (on/off button)। এক ব্যক্তি চায় রেডিও খুলতে এবং এ জন্যে সে বন্ধ করার বোতামে চাপ দিচ্ছে। এতে রেডিও খুলছে না। কার ইচ্ছায় এমনটি হচ্ছে? নিশ্চয়ই ব্যক্তিটির ইচ্ছায় নয়। কারণ সেতো রেডিওটি খুলতে চায়। রেডিওটি খুলছে না সেটির প্রস্তুতকারী প্রকৌশলীর (Engineer) ইচ্ছায়। কিন্তু প্রকৌশলীর ইচ্ছাটি তাৎক্ষণিক করা ইচ্ছা নয়। এটি হচ্ছে তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অর্থাৎ তার পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা পরিচালনা পদ্ধতি (Working Mannual)। রেডিওটি তৈরী করার সময় প্রকৌশলী পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়ার মাধ্যমে নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করে রেখেছেন। তাই কোন ব্যক্তির –

- সঠিক বোতামে চাপের মাধ্যমে রেডিও খোলার অর্থ হচ্ছে– প্রকৌশলীর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা এবং ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ইচ্ছা মিলে রেডিওটি চালু হওয়া।
- ভুল বোতামে চাপ দেয়ার পর রেডিও না খোলার অর্থ হচ্ছে – প্রকৌশলীর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছার কারণে ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ইচ্ছা বাস্তবায়িত না হওয়া।

মহান আল্লাহ মহাবিশ্ব তৈরী করে সকল কিছুর জন্যে একটি পরিচালনা পদ্ধতি তথা প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) নির্ধারিত করে রাখার মাধ্যমে, সৃষ্টির শুরুতে তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে রেখেছেন।

তাই মানুষ–

- কোন কাজ করতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করার পর তাতে সফল হওয়ার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা সফল হওয়ার নিয়ম-কানুন তথা সফল হওয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম (আইন) অনুযায়ী চেষ্টা করার দরুন সফল হওয়া। অর্থাৎ মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার সাথে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা মিলিত হয়ে কাজটি সফল হওয়া।

❑ কোন কাজ করতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা ব্যর্থ হওয়ার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কাজটি করার দরুন ব্যর্থ হওয়া। অর্থাৎ মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছার কারণে ব্যর্থ হওয়া।

❑❑ এভাবে আল্লাহর ইচ্ছাকে তাঁর সৃষ্টি বা তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) ধরে, কুরআন-হাদীসের আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাথে অন্য বিষয়ের সম্পর্ক বর্ণনাকারী তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করলে, সে ব্যাখ্যা আল-কুরআনের পূর্বোল্লিখিত অন্য সকল আয়াতের সম্পূরক হয়, বিরোধী হয় না। কারণ তা হলে–

১. মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছার সাথে মহান আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা মহান আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইনের (Narural Law) মিল হলেই শুধু ভাল বা খারাপ যেকোন কাজ সম্পাদন বা সংঘটিত হবে। অর্থাৎ মানুষ দ্বারা সংঘটিত হওয়া সকল বিষয়ে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, মেধা, ধৈর্য, সাহসিকতা, নিষ্ঠা ইত্যাদির সাথে আল্লাহর ইচ্ছারও যথাযথ ভূমিকা ও গুরুত্ব থাকবে।
২. কর্মফলের জন্যে মানুষকে দায়ী করা যাবে।
৩. আমলের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে বেহেশতের পুরস্কার বা দোযখের শাস্তি দেয়া তথা মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ মহাপরিকল্পনাটি ইনসাফ ভিত্তিক হবে।
৪. মহাবিশ্বে সংঘটিত সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী হচ্ছে বিধায় তা আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে বলে সহজে বলা, বুঝা ও মেনে নেয়া যাবে।

'কাফির-মুনাফিকদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে বা পর্দা দিয়ে দিয়েছেন তাই তারা ঈমান আনে না' আল-কুরআনের এ ধরনের তথ্যের অসতর্ক ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

প্রথমে চলুন আল-কুরআনের এ ধরনের কয়েকটি তথ্য ও তার সরল অর্থ জেনে নেয়া যাক –

তথ্য - ১

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

সরল অর্থ: বস্তুত যারা কুফরীতে লিপ্ত তাদেরকে তুমি ভীতি প্রদর্শন কর বা না কর, তাদের জন্যে দুটোই সমান। তারা কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের মন ও কানের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। তাদের চোখের ওপরও পর্দা পড়ে রয়েছে। আর তাদের জন্যে ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে।

(বাকারা:৬-৭)

তথ্য - ২

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَقْرًا .

সরল অর্থ: আমি তাদের হৃদয়ের ওপর পর্দা দিয়ে রেখেছি। এতে তাদের তা (কুরআন-সুন্নাহের কথা) বুঝার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া তাদের কানকেও ভারী করে দিয়েছি। (আনআম:২৫)

তথ্যসমূহের অসতর্ক ব্যাখ্যা

এ ধরনের আরো তথ্য আল-কুরআনে আছে। তথ্যসমূহের সরল অর্থ থেকে যে অসতর্ক ধারণাটি হয় তা হচ্ছে– আল্লাহ নিজের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কাফির ও মুনাফিকদের–

- ❑ অন্তরে মোহর মেরে বা পর্দা দিয়ে দিয়েছেন। তাই তারা কুরআন-হাদীসের কথা বোঝে না বা বুঝেও বোঝে না।
- ❑ চোখে পর্দা দিয়ে দিয়েছেন। তাই তারা আল্লাহ ও রাসূলের লিখিত বক্তব্য তথা কুরআন ও হাদীস দেখেও দেখে না।
- ❑ কানে পর্দা দিয়ে দিয়েছেন। তাই তারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা শুনেও শোনে না।

যে সকল কারণে আল্লাহর ইচ্ছা বিষয়ক কুরআন-হাদীসের তথ্যসমূহের প্রচলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয় বলে আমরা পূর্বে (২৩ ও ২৪ নং পৃষ্ঠা) আলোচনা করেছি সেই একই কারণে আলোচ্য তথ্যসমূহের এই অসতর্ক ব্যাখ্যাও ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে না।

তথ্যসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা

কারো তৈরী করে রাখা আইন বা নিয়ম-নীতি অনুযায়ী কিছু সংঘটিত হওয়াকে যেমন তার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সেটি সংঘটিত হয়েছে বলা যায়, তেমনি অতাৎক্ষণিকভাবে সেটি তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলেও বলা যায়। সুতরাং মহান আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মহাবিশ্বে যা কিছুই সংঘটিত হয় বা হচ্ছে তা আল্লাহর দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে বলেও বলা যায় বা বলা অযৌক্তিক নয়। আশা করি সবাই এটি স্বীকার করবেন।

মানুষের অন্তর তথা বিবেক মহান আল্লাহর সৃষ্টি। আর আল্লাহ বিবেকের ব্যাপারে যে প্রাকৃতিক আইন তৈরী করে রেখেছেন তা হচ্ছে – সম্পূরক পথে ব্যবহৃত হলে বিবেক পরিস্ফুটিত হবে। আর বিরোধী পথে ব্যবহৃত হলে তা অবদমিত হবে কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক একই উৎস তথা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। তাই বিবেকের জন্যে সঠিক বা সম্পূরক পথ বা তথ্য হচ্ছে কুরআন-হাদীসের পথ বা তথ্য। এ জন্যে বিবেক বা অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) হচ্ছে কেউ আন্তরিকভাবে কুরআন ও হাদীস জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করতে থাকলে তার বিবেক ধীরে ধীরে পরিস্ফুটিত হয়। ফলে সে সহজে কুরআন-হাদীসের তথ্য বুঝতে, গ্রহণ করতে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে আমল করতে পারে। আর কেউ যদি কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধ বিষয় জানতে, বুঝতে ও মানতে চেষ্টা করতে থাকে তবে তার আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক অবদমিত হয়ে যায়। ঐ অবদমিত বিবেক নিয়ে সে সহজে আর কুরআন-হাদীসের তথ্য বুঝতে পারে না। আর অন্তর যা জানে না বা বোঝে না, চোখ তা দেখে না এবং কান তা শোনে না, এটিতো একটি চিরসত্য ও সহজ বোধগম্য কথা (What mind does not know eye will not see)। আবার যেহেতু এই প্রাকৃতিক আইনটি আল্লাহরই তৈরী তাই এই আইন অনুযায়ী যে ঘটনা ঘটবে তা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে বা আল্লাহ দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বললে মোটেই অযৌক্তিক হয় না।

কাফিররা যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ বিরুদ্ধ বিষয় জানা, বুঝা, গবেষণা ও আমল করা নিয়ে মশগুল থাকে তাই তাদের আল্লাহপ্রদত্ত বিবেক পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্য তারা কুরআন-হাদীসের লিখা দেখে বা কথা শুনে সহজে বুঝতে ও মেনে নিতে পারে না। এ বিষয়টি যেহেতু আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী হয় তাই বিষয়টি আল্লাহর দ্বারা সংঘটিত হয় বলা যায়। কাফিরদের অন্তর, চোখ ও কান নিজ তৈরী প্রাকৃতিক-আইন অনুযায়ী এভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াকে আল্লাহ আলোচ্য আয়াতসমূহে তার দ্বারা কাফিরদের অন্তরে বা কানে মোহর বা পর্দা দিয়ে দেয়া হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেটি মোটেই অযৌক্তিক নয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের এ ধরনের ব্যাখ্যা যেমন যৌক্তিক বা বিবেক-বুদ্ধি সিদ্ধ তেমনই তা আল-কুরআনের অন্য সকল তথ্যের সম্পূরক হয়, বিরোধী হয় না। তাই এ ব্যাখ্যা সকল বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হবে।

'আল্লাহর আদেশে মানুষ গুনাহ করে বা কোন জনপদ ধ্বংস হয়' আল-কুরআনের এ ধরনের বক্তব্যের অসতর্ক ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

প্রথমে চলুন আল-কুরআনের এ ধরনের একটি বক্তব্য ও তার সরল অর্থ জেনে নেয়া যাক –

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا.

সরল অর্থ: 'আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করি, তখন সেই জনপদের বিত্তশালীদেরকে পাপাচারে লিপ্ত হবার নির্দেশ দেই, ফলে তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়।' (বনী ইসরাইল : ১৬)

অসতর্ক ব্যাখ্যা

আল-কুরআনে এ ধরনের আরো তথ্য আছে। তথ্যসমূহের সরল অর্থ থেকে সহজেই যে অসতর্ক ধারণা হয় তা হচ্ছে আল্লাহ মানুষকে পাপ কাজ করতে নির্দেশ দেন অর্থাৎ মানুষ যে পাপ কাজ করে তা আল্লাহর নির্দেশের জন্যেই করে বা করতে বাধ্য হয়। তথ্যসমূহের এ ধরনের ব্যাখ্যা নিম্ন দৃষ্টিকোণসমূহ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়–

দৃষ্টিকোণ – ১

❖ অন্য আয়াতের বক্তব্যের সরাসরি বিপরীত হওয়ার দৃষ্টিকোণ

আল-কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ সরাসরিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষকে পাপকাজ করতে হুকুম বা নির্দেশ দেন না। যেমন–

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ.

সরল অর্থ: আল্লাহর ইবাদাত (দাসত্ব) ছাড়া তাদেরকে (মানুষকে) অন্যকিছু (অন্যকারো ইবাদাত করতে) নির্দেশ দেয়া হয় নাই। (বাইয়্যেনা : ৫)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষকে অন্য কারো ইবাদাত তথা গুনাহের কাজ করতে নির্দেশ দেন না।

انَّ اللهَ لاَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء .

সরল অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ দেন না। (আরাফ:২৮)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমেও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে আল্লাহ গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেন না।

দৃষ্টিকোণ – ২

❖ মহাবিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইনসাফভিত্তিক না হওয়ার দৃষ্টিকোণ

আল্লাহর নির্দেশের কারণে মানুষ যদি গুনাহের কাজ করতে বাধ্য হয় তবে সে গুনাহের জন্যে মানুষকে দায়ী করা যায় না। তাই মানুষ আল্লাহর নির্দেশে গুনাহের কাজ করে বা করতে বাধ্য হয়, আলোচ্য তথ্যসমূহের এ ধরনের অর্থ বা ব্যাখ্যা করলে আল্লাহর মহাবিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইনসাফভিত্তিক নয় বলে বলা হয়। অন্যদিকে পূর্বে উল্লিখিত যে সকল আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন কোন কাজ করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেয়া এবং কর্মপ্রচেষ্টা শুরু করা ও চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যে সকল আয়াতে আল্লাহ বলেছেন কর্মফলের জন্যে মানুষই দায়ী, সে সকল আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী বক্তব্য হয়।

❑❑ সুতরাং আলোচ্য তথ্যসমূহের এ অর্থ বা ব্যাখ্যা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হবে না যে আল্লাহ মানুষকে গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেন বা আল্লাহর নির্দেশের জন্যে মানুষ গুনাহের কাজ করতে বাধ্য হয়।

তথ্যসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা

কারো তৈরী করা পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি বা আইন অনুযায়ী কোন কাজ সংঘটিত হলে সে কাজ তার (অতাৎক্ষণিক) আদেশ, হুকুম বা ইচ্ছায় হয়েছে বলা মোটেই অযৌক্তিক নয়, এটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মহাবিশ্বে যা কিছুই সংঘটিত হোক না কেন তা আল্লাহর আদেশ, নির্দেশ বা ইচ্ছায় হয়েছে বলা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। অতএব মানুষের দ্বারা যে ভাল কাজ সংঘটিত হয় তা যেমন আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তথা আল্লাহর আদেশ বা ইচ্ছায় হয়েছে বলে বলা যায়; তেমনই মানুষের দ্বারা যে খারাপ কাজ সংঘটিত হয় তাও আল্লাহর আদেশ বা ইচ্ছায় হয়েছে বলে বলা যায়। আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনের একটি বিধান হচ্ছে কোন জনপদের বিত্তশালীরা যখন নিজ ইচ্ছায় পাপাচারের একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে যায় তখন ঐ জনপদকে কোন না কোনভাবে ধ্বংস করা হবে।

তাই আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে– আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন তথা আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা অনুযায়ী কোন জনপদ ধ্বংস হওয়ার একটি পদ্ধতি হচ্ছে– প্রাকৃতিক আইন তথা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক আদেশ অনুযায়ী ঐ জনপদের বিত্তশালীদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপকাজ সংঘটিত হওয়া। আর যখনই কোন জনপদের বিত্তশালীরা ঐভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন আবার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তথা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক আদেশে সে জনপদ ধ্বংস

হয়। আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনের এ পদ্ধতিটি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় নিম্নের আয়াতসমূহের মাধ্যমে –

❑ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُوْنَ.

অর্থ: জনপদের অধিবাসীরা জালিম না হলে আমি তা ধ্বংস করতাম না।

(কাসাস:৫৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কোন জনপদকে ধ্বংস করার তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইন হচ্ছে ঐ জনপদের সকল বা অধিকাংশ লোক নিজ ইচ্ছায় যালিম তথা গুরুতর পাপী হওয়া।

❑ وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا.

অর্থ: আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করি তখন তার বিত্তশালীদের পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেই। ফলে তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়। তখন তারা আমার নির্ধারিত শাস্তির হকদার (যোগ্য) হয়ে যায়। আর আমি তাদের ধ্বংস করে দেই। (বনী-ইসরাইল:১৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি গভীরে না যেয়ে পড়লে মনে হবে, কোন জনপদ ধ্বংস হয় আল্লাহর একটি সাজানো নাটকের কারণে। নাটকটি হল আল্লাহ্ প্রথমে জনপদটির বিত্তশালীদের পাপাকাজ করতে নির্দেশ দেন। আর যখন তারা ঐ পাপ কাজ করে তখন আবার আল্লাহ্ আদেশ দেন তাদের ধ্বংস করার জন্যে।

কিন্তু একটু গভীরে গেলে দেখা যায় আল্লাহ্ বলেছেন পাপাচার করার কারণে তারা আমার নির্ধারিত শাস্তির 'হকদার' হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ অন্যায়ভাবে তাদের শাস্তি দেন না। তারা শাস্তি পাওয়ার 'হকদার' হয় বলেই তাদের শাস্তি দেন।

তাই আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে-আমার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় (আমার তৈরী প্রাকৃতিক আইনে) কোন জনপদ ধ্বংস হওয়ার পদ্ধতি হল, ঐ জনপদের বিত্তশালীদের নিজ ইচ্ছায়, আমার তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে (আমার অতাৎক্ষণিক নির্দেশে) বড় বড় পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া। যখন নিজ ইচ্ছায় ঐ রকম করে তখন তারা আমার তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী শাস্তি পাওয়ার 'হকদার' হয়ে যায় এবং প্রাকৃতিক আইনে নির্ধারিত শাস্তি পেয়ে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

ইচ্ছা শব্দটির যথার্থ অর্থ ধরে পূর্বোল্লিখিত কুরআন ও হা
তথ্যসমূহের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা

তথ্য - ১

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ.

প্রকৃত অর্থ: এবং আমি যদি তাদের নিকট কিছু ফেরেশতাও নাজিল করতাম, মৃত লোকেরাও যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং প্রত্যেক জিনিসকে তাদের সামনে মুখোমুখি হাজির করতাম, তবুও তারা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনতো না। (আনআম : ১১১)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে যদি ফেরেশতা নাযিল করা হয়, মৃত ব্যক্তিরা কথা বলে বা সকল জিনিস সামনে হাজির করা হয় তবুও কোন ব্যক্তি ঈমান আনতে পারবে না, যদি সে আল্লাহর তৈরী ঈমান আনার প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ না করে।

তথ্য - ২

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤمِنَ الاَّ بِاِذْنِ اللهِ.

প্রকৃত অর্থ: এবং আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না। (ইউনুস : ১০০)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানেও বলা হয়েছে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক বিধান অনুসরণ করা ব্যতীত কেউ ঈমানের ছায়াতলে আসতে পারে না।

তথ্য - ৩

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ.

প্রকৃত অর্থ: তোমার প্রতিপালক যদি চাইতেন তবে পৃথিবীতে সকল মানুষ ঈমান আনতো। তাহলে তুমি কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে চাও? আসলে তো আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছাড়া কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না।
(ইউনুস : ৯৯)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে চাইলে তথা ইচ্ছা করলে সকল মানুষ ঈমান আনতে বাধ্য হত। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা চান না। তাই ঈমান আনার ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করার দরকার নেই। প্রকৃত সত্য হল ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী অগ্রসর না হলে কেউ ঈমান আনতে পারে না।

তথ্য - ৪

وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ.

প্রকৃত অর্থ: কখনো কোন ব্যাপারে এ কথা বল না যে, আমি কাল এটা করবোই। আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছাড়া তোমার এ কথা কার্যকর হতে পারে না। (কাহাফ : ২৩)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে কারো একথা বলা ঠিক নয় যে আগামীকাল আমি ঐ কাজটি করে ১০০% সফল হব। কারণ, আল্লাহর তৈরী করে রাখা ঐ কাজের প্রাকৃতিক বিধান ১০০% সঠিকভাবে অনুসরণ না করে ঐ ধরনের ফল পাওয়া সম্ভব নয়। আর এটি মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষের পক্ষে একটি কাজে ১০০% সফল হওয়ার জন্যে প্রাকৃতিক বিধানে যে অসংখ্য বিষয় (Factor) রয়েছে তা জানা সম্ভব নয়।

তথ্য - ৫

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

প্রকৃত অর্থ: তোমার হাতে কোনই ক্ষমতা নেই (সবই আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী হয়)। (আল-ইমরান : ১২৮)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে রাসূল (সা.) সহ কোন ব্যক্তির একটি কাজ করে সফল হওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা নাই। সফল হতে হলে তাকে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরী সফল হওয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে কাজটি করতে হবে।

তথ্য - ৬

وَمَنْ يُّرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ.

প্রকৃত অর্থ: এবং আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় যারা বিভ্রান্ত হয় তাকে তুমি আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পার না। এরাই সে সব লোক যাদের মনকে আল্লাহ পবিত্র করতে অতাৎক্ষণিকভাবে ইচ্ছা করেননি। (মায়েদা : ৪১)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর তৈরী করে রাখা বিভ্রান্ত হওয়ার প্রাকৃতিক বিধান অনুসরণ করে বিভ্রান্ত হয় তাদের রাসূল (সা.) আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবেন না। এরা হল সেই ধরনের লোক যাদের মন আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী পবিত্র হওয়ার নয়।

তথ্য -৭

مَنْ يَّشَاءِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُطوَمَنْ يَّشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

প্রকৃত অর্থ: আল্লাহ্ তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় যে কাউকে বিপথগামী করেন এবং অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। (আনআম : ৩৯)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তৈরী বিপথগামী হওয়ার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী চলার কারণে মানুষ বিপথগামী হয়। এবং সঠিক পথ পাওয়ার প্রকৃতিক আইন অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করলে মানুষ সঠিক পথ পায়।

তথ্য - ৮

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِط يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ .

প্রকৃত অর্থ: আকাশ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় যে কাউকে প্রচুর জীবিকা দেন এবং কাউকে মাপাজোপা দেন। (শুরা : ১২)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর তৈরী প্রচুর রিজিক পাওয়ার বিধান অনুসরণ করে যে রিজিক তালাশ করতে পারবে সে প্রচুর রিজিক পাবে। আর যে তা পারবে না সে কম রিজিক পাবে।

তথ্য - ৯

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِه مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ.

প্রকৃত অর্থ: তারা তাদের যাদু দ্বারা কারো ক্ষতি করতে সক্ষম ছিল না। তবে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা। (বাকারা : ১১৩)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে মানুষ স্বাধীনভাবে যাদুর মাধ্যমে কারো ক্ষতি করতে পারে না। তবে কেউ যদি যাদুর মাধ্যমে ক্ষতি হওয়ার আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক বিধান অনুসরণ করে কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করে তবে সে তা পারবে।

তথ্য - ১০

وَمَا تَشَاءُونَ اِلاَّ أَنْ يَّشَاءَاللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

প্রকৃত অর্থ: আর তোমাদের তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কিছুই হয় না যতক্ষণ না রব্বুল-আলামীন আল্লাহ অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা করেন। (তাকবীর : ২৯)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন, মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টায় সরাসরিভাবে কোন কার্যসম্পাদন হয় না। কার্যসম্পাদন তখনই হয় যখন মানুষের তাৎক্ষনিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে করা হয়।

তথ্য - ১১

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

প্রকৃত অর্থ: (হে নবী!) বলুন, রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কাউকে রাজত্ব (শাসন ক্ষমতা) দান কর এবং কারো রাজত্ব কেড়ে নাও, কাউকে সম্মান দাও এবং কাউকে অপমানিত কর। সকল প্রকার কল্যাণ তোমার ইখতিয়ারে রয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান। (আলে-ইমরান : ২৬)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে রাজত্ব পাওয়া বা হারানো, সম্মান পাওয়া বা অপমানিত হওয়া সবকিছুই আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ ঐ সবকিছুই হয় আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী। যে জেনে বা না জেনে রাজত্ব বা সম্মান পাওয়ার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে সে রাজত্ব বা সম্মান পায়। আর যে না জেনে বা জেনে রাজত্ব হারানো বা অপমানিত হওয়ার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী চেষ্টা সাধনা করে সে রাজত্ব হারায় বা অপমানিত হয়।

তথ্য-১২

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ج

সরল অর্থ: তাঁর জ্ঞাত বিষয় থেকে কোন বিষয়ই তারা জানতে পারে না তিনি অতাৎক্ষণিকভাবে ইচ্ছা না করলে। (বাকারা : ২৫৫)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে কোন মানুষই কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না সে ঐ বিষয়ের সঠিক জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে।

তথ্য-১৩

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.

প্রকৃত অর্থ: আল্লাহ তাৎক্ষণিক ইচ্ছা করলে সকলকে সঠিক পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব তুমি নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (আন-আম:৩৫)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে মহান আল্লাহ্ তাঁর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় যেকোন সময়ে পৃথিবীর সকল মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারেন। তবে এটি তাঁর নীতি নয়। কারণ এটি করলে কর্মের মাধ্যমে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া যুক্তিসংগত হয় না। তিনি তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তাঁর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন নিজ ইচ্ছায় অনুসরণ করে মানুষ সঠিক পথে আসুক, এটাই চান।

তথ্য-১৪

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنْ الْإِنْسِ ج وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيْ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ ط مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ ط إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ. وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِيْنَ بَعْضًام بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

প্রকৃত অর্থ: যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ এইসব লোককে একত্রিত করবেন সে দিন তিনি জিনদের (শয়তান) বলবেন, হে জিনসমাজ, তোমরা তো মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছিলে। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে, হে আল্লাহ, আমরা পরস্পরের দ্বারা ফায়দা লুটেছি এবং এখন আমরা সে সময়ে পৌঁছে গেছি যা আপনি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। আল্লাহ বলবেন, এখন তোমাদের পরিণাম জাহান্নাম। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। (কারো ব্যাপারে) আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অন্য রকম থাকলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমাদের রব সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ। এমনিভাবে আমি (পরকালে) যালিমদের বিভিন্ন দলকে (Division) পরস্পরের সঙ্গী বানিয়ে দিব, তাদের কৃতকর্মের কারণে। (আন-আম : ১২৮, ১২৯)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতখানির ' إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ' আল্লাহ কারো ব্যাপারে অন্যরকম ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা' অংশটুকুর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, যারা দোযখে যাবে তাদের মধ্যে যারা মু'মিন হবে, কিছুকাল দোযখের শাস্তি ভোগ

করার পর আল্লাহ নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় তাদের বের করে এনে চিরকালের জন্যে বেহেশতে পাঠিয়ে দিবেন। এ ব্যাখ্যাটি কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এ ব্যাখ্যা কুরআনের অনেক আয়াতের স্পষ্ট বিরুদ্ধ। ঐ সব আয়াতে বলা হয়েছে যারা দোযখে যাবে তাদের চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে– আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন শয়তানের বন্ধু যালিম কাফিরদের চিরকালের জন্যে দোযখের শাস্তির ঘোষণা দিবেন। আর ঐ সঙ্গে তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তাঁর নিজ তৈরী করা এবং কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া নীতিমালা অনুযায়ী কিছু যালিম গুনাহগার ম'মিনকেও (কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন) তিনি চিরকাল দোযখের শাস্তি দিবেন।'

তথ্য-১৫

يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِه فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ. فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ. خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ. وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ.

প্রকৃত অর্থ: সে দিন যখন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু হবে সৌভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য হবে তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে অবস্থান করবে যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। অবশ্য (কারো ব্যাপারে) তোমার রবের অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অন্যরকম থাকলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমার রব যা ইচ্ছা তা করবার অধিকার রাখেন।

আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতে যাবে এবং সেখানেই তারা অবস্থান করবে, যতদিন পর্যন্ত আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে (কারো ব্যাপারে) তোমাদের রবের অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অন্যরকম থাকলে ভিন্ন কথা। তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে, যার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হবে না।

(হুদ : ১০৫-১০৮)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আয়াত কখানির যে অংশে বলা হয়েছে হতভাগ্যরা দোযখে যাবে এবং সেখানে তারা যতদিন আসমান জমিন বর্তমান থাকবে ততোদিন তথা চিরকাল থাকবে, তবে কারো ব্যাপারে তোমার রব অন্য রকম ইচ্ছা করলে সেটি

ভিন্ন কথা–এ অংশটুকুর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, ঐ হতভাগ্যদের মধ্যে যারা মু'মিন থাকবে তাদেরকে কিছুদিন দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ্ নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় বের করে এনে চিরকালের জন্যে বেহেশতে পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু ১৪নং তথ্যের অসতর্ক ব্যাখ্যার ন্যায় এ ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখানে আসলে বলা হয়েছে–কিয়ামতের দিন মানুষ হতভাগ্য ও সৌভাগ্যবান এ দু'ভাগে বিভক্ত হবে। হতভাগ্যদের দোযখে পাঠানো হবে। সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। ঐ হতভাগ্যদের মধ্যে শুধু বিভিন্ন ধরনের (সাধারণ, তাগুত, মুশরিক ও মুনাফিক) কাফিরদের থাকার কথা কিন্তু আল্লাহ নিজ অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরী করা এবং কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া নীতিমালা অনুযায়ী, কবীরা গুনাসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদেরও চিরকালের জন্যে দোযখে থাকার শাস্তি দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নীতিমালা তৈরীর স্বাধীন ক্ষমতা রাখেন। আর যারা বিচারে সৌভাগ্যবান বলে প্রতীয়মান হবে তাদের তিনি চিরকালের জন্যে বেহেশতে পাঠিয়ে দিবেন। তাদের মধ্যে শুধু নেককার মু'মিনরাই থাকার কথা কিন্তু আল্লাহ্ নিজ তৈরী করা এবং কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া নীতিমালা অনুযায়ী কবীরা গুনাহ বাদে অন্য গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদেরও ঐ পুরস্কার দিবেন। তাদের পুরস্কারও চিরস্থায়ী হবে।

তথ্য-১৬

وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ.

প্রকৃত অর্থ: আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে চাইলে তারা এরূপ (ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ) করতে পারত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক। (আন'আম : ১৩৭)

তথ্য-১৭

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ.

প্রকৃত অর্থ: বল উপকার ও ক্ষতি কিছুই আমার (রাসূল সা. এর) এখতিয়ারভুক্ত নয়; সবকিছু আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। (ইউনুস : ৪৯)

তথ্য-১৮

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ.

প্রকৃত অর্থ: (নুহ) উত্তর দিল " তাতো (সেই বিপদ) আল্লাহই আনবেন যদি তিনি অতাৎক্ষণিকভাবে ইচ্ছা করেন (যদি তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইনে এটি থেকে থাকে)। তোমাদের তা প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা নেই। (হুদ : ৩৩)

তথ্য-১৯

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ.

প্রকৃত অর্থ: আমি অতাৎক্ষাণিক ইচ্ছা অনুযায়ী কারো মর্যাদা উন্নীত করি। তোমার রব অতীব জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। (আন' আম: ৮৩)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মানুষের মর্যাদা উন্নীত হয়।

তথ্য-২০

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط

প্রকৃত অর্থ: (হে নবী,) বলে দাও সম্মান, মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি আল্লাহরই হাতে। তিনি অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী তা দান করেন। (আলে-ইসরাল : ৭৩)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সম্মান, মর্যাদা, সন্তা-সন্ততি ইত্যাদির প্রাপ্তি ঘটে।

তথ্য-২১

وَ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط

প্রকৃত অর্থ: আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর মালিক আল্লাহ। অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি কাউকে মাফ করেন, আর কাউকে শাস্তি দেন।

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তৈরী বিধান অনুযায়ী কারো গুনাহ মাফ হয় এবং কেউ শাস্তি পায়।

তথ্য-২২

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ج

প্রকৃত অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। এটা ছাড়া সকল গুনাহ্ অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী মাফ করেন। (নিসা:৪৮, ১১৬)

তথ্য-২৩

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ.

অর্থ: তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা উচ্ছেদ হবে এবং তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য কেউ তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন তোমাদের অন্য এক সম্প্রদায়ের থেকে সৃষ্টি করেছেন। (আন'আম: ১৩৩)

তথ্য-২৪

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ج

অর্থ: তোমার আল্লাহ অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় করো রিযিক্ প্রশস্ত করে দেন। আবার সংকীর্ণ করে দেন একইভাবে কারো রিজিক। (বনী-ইসরাইল : ২৪)

তথ্য-২৫

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط

প্রকৃত অর্থ: অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দেন আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। (শুরা : ৫০)

আল-হাদীস

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ : يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ، فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللهِ! آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ نَعَمْ، انَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. رواه الترمذى و ابن ماجة.

প্রকৃত অর্থ: হজরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দোয়া করতেন– হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ, আমার অন্তরকে (আমার উম্মতের অন্তরকে) তোমার দীনের উপর মজবুত রাখ। একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, আমরা আপনাতে এবং আপনি যে দীন নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? উত্তরে হুজুর বললেনঃ হ্যাঁ, কেননা, সমস্ত অন্তরই আল্লাহ্ তা'আলার অংগুলিসমূহের দুইটি অংগুলির মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ তাঁর অধিকারে রয়েছে), নিজ অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি তা ঘুরিয়ে (পরিবর্তন করে) থাকেন। (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ্)

কার্জসম্পাদনে মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা এবং আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ও তাৎক্ষণিক ইচ্ছা যে ক্রমধারা অনুযায়ী কার্যকর হয়

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উপরোল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে বুঝা যায় কার্যসম্পাদনে মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টার এবং আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ও তাৎক্ষণিক ইচ্ছা নিম্নোক্ত ক্রমধারা অনুযায়ী কার্যকর হয়–

প্রথমত: জীবনের সকল দিকের মূল প্রাকৃতিক আইনগুলো (আল্লাহর মূল অতাৎক্ষণিক ইচ্ছাগুলো) মানুষকে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে।

অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহের মূল প্রাকৃতিক আইনের আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে জীবণের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত প্রাকৃতিক আইন জানার চেষ্টা কিয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।

তারপর নিজ ইচ্ছায় আল্লাহর জানানো বা গবেষণা করে বের করে নেয়া প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে প্রতিটি কাজে সফল হওয়ায় জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

সাথে সাথে কর্মপ্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কোন ভুল থাকলে তা যেন আল্লাহ তাঁর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার মাধ্যমে শুধরিয়ে দেন সে জন্যে দোয়া করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে কর্মপ্রচেষ্টার মৌলিক কোন ভুল থাকলে আল্লাহ তা কখনই শুধরিয়ে দেন না।

কার্যসম্পাদনের ব্যাপারে মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা এবং আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও তাৎক্ষণিক ইচ্ছার প্রয়োগ যে উপরে বর্ণিত ক্রম অনুযায়ী হয় তার প্রমাণ–

তথ্য-১

❑ প্রাকৃতিক আইন প্রথমে জানতে হবে

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَهْدِيْ بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থ: এমনিভাবে (হে নবী,) আমি আপনার নিকট এক ফেরেশতা পাঠিয়েছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে করেছি নুর যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয়ই আপনি সঠিক পথের দিকে মানুষদের পথ দেখাচ্ছেন।

(শুরা : ৫২)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ প্রথমে বলেছেন তিনি নিজ আদেশক্রমে এক ফেরেশতা তথা জিব্রাইল (আ.) কে রাসূল (সা.) এর নিকট পাঠিয়েছেন। তারপর জানানো হয়েছে জিব্রাইল (আ.) আসার আগ পর্যন্ত রাসূল (সা.) কিতাব ও ঈমান কী তা জানতেন না। কিতাব হল আল-কুরআন। আল-কুরআনে আছে ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য এবং মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক পরিচালনার আল্লাহর তৈরী বিধি-বিধান তথা আল্লাহর তৈরী বিভিন্ন বিষয়ের প্রাকৃতিক আইন। তাহলে আল্লাহ এখানে বলেছেন কুরআন জানার আগ পর্যন্ত রাসূল (সা.) জানতেন না ঈমান এবং জীবনের বিভিন্ন দিকের আল্লাহ নির্ধারিত প্রাকৃতিক আইন কী কী?

এরপর আল্লাহ বলেছেন কুরআন হল একটি নুর তথা আলো যা দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তাঁর নির্ধারিত প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে যারা কুরআন অধ্যয়ন করবে তারা জীবনের বিভিন্ন দিকের সঠিক প্রাকৃতিক আইন জানতে পারবে।

তাহলে আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর নির্ধারিত প্রাকৃতিক আইন জানার মূলগ্রন্থ হল আল-কুরআন। কুরআন রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছে। তাই রাসূল (সা.) এর সূন্নাহ হল আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন জানার দ্বিতীয় উৎস।

কুরআনে মূল প্রাকৃতিক আইনের সবগুলো উল্লেখিত আছে। তবে তার অল্প কয়টি আছে বিস্তারিতভাবে আর বাকিগুলো আছে মূলনীতি আকারে। সূন্নাহে প্রাকৃতিক আইনগুলো আরো বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে। তবে সকল দিকের সকল প্রাকৃতিক আইন কুরআন ও সূন্নাহে নেই। ঐ প্রাকৃতিক আইনগুলো কুরআন ও সূন্নাহের মূলনীতির আলোকে গবেষণা করে বের করে নেয়ার জন্যে মহান আল্লাহ নিম্নোক্তভাবে বারবার বলেছেন–

ক.

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنفِقُوْنَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ: তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, ঐ দুটো জিনিসে মানুষের জন্যে রয়েছে অনেক অপকারিতা এবং কিছু উপকারিতা এবং ওদের অপকারিতা উপকারের তুলনায় অনেক বেশি। তারা আরো জিজ্ঞাসা করে, আমরা (আল্লাহর পথে) কী খরচ করব? বল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বস্তুত

আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (কোন বিষয়ে) তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন। যাতে তোমরা (ঐ মূল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে) চিন্তা-গবেষণা করতে পার।

(বাকারা:২১৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে মদ ও জুয়ার ক্ষতি ও কল্যাণের দিক প্রথমে মূলনীতি আকারে বলে দিয়েছেন। তারপর আয়াতে কারীমার শেষে ঐ মূলনীতির আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জেনে বা বের করে নিতে বলেছে।

খ.

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا.

অর্থ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না ? না তাদের অন্তরে তালা পড়ে গিয়েছে ?

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার কারণে মানুষকে তিরস্কার করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এখানে কুরআনে উল্লিখিত তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইনের মূল বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে চিন্তা-গবেষণা করে ঐ প্রাকৃতিক আইনের বিস্তারিত দিকগুলো বের করার ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা না করার কারণে তিরস্কার করেছেন।

❑ কুরআন ও সুন্নাহে যে সকল বিষয়ের প্রাকৃতিক আইন বিস্তারিতভাবে বা মূলনীতি আকারে উল্লিখিত আছে তার কয়েকটি হল–

১. সৎমানুষ তৈরীর প্রাকৃতিক আইন,
২. সুখী পরিবার তৈরীর প্রাকৃতিক আইন,
৩. স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক গড়ার প্রাকৃতিক আইন,
৪. সামাজিক সাম্য তৈরীর প্রাকৃতিক আইন,
৫. সুখী সমাজ তৈরীর প্রাকৃতিক আইন,
৬. দারিদ্য দূরীকরণের প্রাকৃতিক আইন,
৭. কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাকৃতিক আইন,
৮. সৎনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাকৃতিক আইন,
৯. সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি নির্মূলের প্রাকৃতিক আইন,
১০. যুদ্ধ জয়ের প্রাকৃতিক আইন,
১১. রাষ্ট্র পরিচালনার প্রাকৃতিক আইন,
১২. পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক গঠনের প্রাকৃতিক আইন,
১৩. ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রাকৃতিক আইন,
১৪. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রাকৃতিক আইন,

১৫. পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকার প্রাকৃতিক আইন,
১৬. পরকালে অশান্তিতে থাকার প্রাকৃতিক আইন,
১৭. শরীর স্বাস্থ্য গঠনের প্রাকৃতিক আইন,
১৮. মদ ও জুয়ার অপকারিতা ও উপকারিতা,
১৯. যুদ্ধের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রাকৃতিক আইন,
২০. মহাকাশ অভিযানের প্রাকৃতিক আইন,
২১. রোগ প্রতিরোধের প্রাকৃতিক আইন,
২২. HIV ও AIDS থেকে বাঁচার প্রাকৃতিক আইন এবং
২৩. পোশাক-পরিচ্ছদের প্রাকৃতিক আইন,

তথ্য-২

❑ প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে কার্যসম্পাদন করতে হবে

وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَّهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا.

অর্থ: কোন বিষয় সম্বন্ধে কখনও এরকম বল না যে আমি আগামীকাল সে কাজটি করব। (তুমি কিছুই করতে পার না) যদি আল্লাহ তা না চান। ভুলবশত এরূপ বলা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার রবের স্মরণ করবে আর বলবে–আশা আছে আমার রব ঐ ব্যাপারে (১০০%) সঠিক পথটির নিকটবর্তী পথের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন। (কাহাফ:২৩,২৪)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে সকল মানুষকে বলেছেন একটি কাজ নিখুঁৎভাবে করে ফেলব– এমন কথা না বলতে। তারপর আল্লাহ ঐ রকম না বলার কারণটি বলেছেন। সে কারণটি হল তাঁর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা তথা তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কাজটি করা না হলে তা সম্ভব নয়। আর তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইনের খুঁটিনাটি সকলকিছু সঠিকভাবে অনুসরণ করে কোন কাজে নিখুঁৎ তথা ১০০% সঠিকভাবে করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আয়াতের শেষে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন একটি কাজে সফল হওয়ার সঠিক পদ্ধতি হল কাজটির ব্যাপারে সফল হওয়ার প্রাকৃতিক আইন (জেনে নিয়ে সে) অনুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং তার সাথে সাথে আল্লাহর নিকট দোয়া করা তিনি যেন ১০০% সফলতার কাছাকাছি অবস্থানে থেকে কাজটি সম্পাদন করার তৌফিক দান করেন।

তথ্য-৩

❑ প্রাকৃতিক আইন অনুসরণে ছোট-খাট ভুলত্রুটি শুধরিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ.

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটকে বেঁধে তাওয়াক্কুল করব, না ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব? তিনি বললেন, উটকে আগে বেঁধে রাখ, তারপর (আল্লাহর উপর) তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন উট হারিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হলে তথা আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে প্রথমে উটকে ভালভাবে বাঁধতে হবে। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এ হাদীসখানির মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন কাজ বা বিষয়ে সফল হতে হলে প্রথমে আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে কাজটি যথাসাধ্যভাবে পালন করতে হবে। তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। আর আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া দরকার এজন্যে যে তাঁর করে রাখা প্রাকৃতিক আইন যথাযথভাবে অনুসরণে ছোটখাট কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকলে (যা সাধারণত থাকে) আল্লাহ যেন তা তাঁর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা প্রয়োগ করে শুধরিয়ে দেন।

তথ্য-৪

❑ আল্লাহ যেভাবে ছোট-খাট ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে দেন

بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থ: প্রকৃত ব্যাপার হল আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসই আল্লাহর মালিকানার বস্তু। সবই তাঁর (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক) আদেশানুগত (ইচ্ছানুগত)। তিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যখন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন বলেন 'হও'। আর অমনি তা হয়ে যায়। (বাকারা :১১৬,১১৭)

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথম আয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে মহাবিশ্বের সকল কিছু আল্লাহর অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক ইচ্ছার অনুগত। অতাৎক্ষণিক ইচ্ছাটি হচ্ছে তাঁর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন তথা তাকদীর। দ্বিতীয় আয়াতখানিতে আল্লাহ তাঁর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা প্রয়োগ করার উপায়টি জানিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে 'হও' বলা। অর্থাৎ আল্লাহ 'হও' (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের

(Remote Control) মাধ্যমে তাঁর তৈরী করা প্রাকৃতিক আইন যেমন পরিবর্তন করতে পারেন তেমনই তা দ্বারা তিনি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে বা ঘটাতেও পারেন।

আল্লাহ তাঁর 'হও' (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে কোন কাজ বা বিষয়ের ফলাফল, পরিণতি বা গুণাগুণ পাল্টিয়ে দেয়ার একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত তথ্যের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন –

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِى بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ.

অর্থ: আমি বল্‌লাম – "হে আগুন, শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা 'হও' ইব্রাহীমের জন্যে।"
(আম্বিয়া : ৬৯)

ব্যাখ্যা: আগুনের জন্যে নির্দিষ্ট তাকদীর তথা প্রাকৃতিক আইন হচ্ছে পুড়িয়ে ফেলা বা পুড়িয়ে দেয়া। কিন্তু আগুনের সে তাকদীরকে তার দ্বারা পরিবর্তন হওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও উপায় আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

নমরুদ যখন পুড়িয়ে মারার জন্যে ইব্রাহীম (আ.) কে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করল তখন তাঁর 'হও' নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঐ আগুনকে ইব্রাহীম (আ.) এর জন্যে আরামদায়ক ঠাণ্ডায় পরিবর্তন হতে নির্দেশ দিলেন। আর সাথে সাথে ঐ বিশেষ স্থানের আগুন দাহ্য ক্ষমতা হারিয়ে আরামদায়ক ঠাণ্ডায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখান থেকে বুঝা যায় সকল বিষয়ের তাকদীর তথা প্রাকৃতিক আইন আল্লাহ 'হও' (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে করেন।

শেষ কথা

কুরআন ও হাদীসে অসংখ্যবার উল্লিখিত তথ্যটি (আল্লাহর ইচ্ছায় মহাবিশ্বের সকল কিছু সংঘটিত হয়) নিয়ে নিজ মনে বা অপরের প্রশ্নবাণে যে দ্বিধা-দন্দ্বে বা অশান্তিতে পড়তে হয় তা নিরসনে পুস্তিকাটি ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এভাবে কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা আমরা যদি আবার আরম্ভ করতে ও কিয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারি তবে একদিকে কুরআন-হাদীসের উপর মানুষের বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে এবং অন্যদিকে মুসলিম জাতিকে কেউ আর দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আল্লাহ মুসলিম জাতিকে এ তৌফিক, এ সওগাত দান করুন। আমিন!

ভুল-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। গঠনমূলকভাবে তা শুধরিয়ে দিলে আমরা সকলে কল্যাণপ্রাপ্ত হব। আপনাদের সকলের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল (আ.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

প্রাপ্তিস্থান

- ❑ আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১ শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ফোন: ৯৩৩৯৪৪২
- ❑ ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭
- ❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- ❑ আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- ❑ তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭১২-০৪৩৫৪০
- ❑ ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন : ৮৬২৫০৯৭
- ❑ মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- ❑ এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে